দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪ ......

## জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

# ভর্তি সমস্যা প্রকট

আহসানুল হক মনির

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এবং ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা।

অন্য ভার্সিটির মতো এখানেও ভর্তি সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। জাঃবিতে মোট চারটি অনুষদ রয়েছে। অনুষদগুলো হলো ঃ (ক) কলা ও মানবিক অনুষদ (বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, নাট্য ও নাট্যতত্ত্ব), (খ) সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ (অর্থনীতি, ভূগোল, নৃ-বিজ্ঞান, বিবিএ, সরকার ও রাজনীতি), (গ) বিজ্ঞান ও গাণিতিক অনুষদ (পদার্থ, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, ইলেকট্রনিক্স, ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান) এবং (ঘ) প্রাণিবিদ্যা অনুষদ (উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ফার্মেসী)।

ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের চারটি অনুষদের পরীক্ষা চারদিন দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অনুষদেই ১৬টি প্রশ্ন সেট করা হয়। সকালের শিফটে ৮টি এবং বিকালের শিফটের পরীক্ষায় ৮টি প্রশ্ন সেট বিতরণ করা হয়। এর ফলে পরীক্ষার্থীর আশপাশের কারোর সাথে প্রশ্নপত্রে মিল থাকে না। কর্তৃপক্ষ নকল প্রবণতা রোধের জন্য এই অভিনব পন্থা সৃষ্টি করলেও সত্যিকার অর্থে মেধা যাচাইয়ের কোন দক্ষতা লক্ষ্য করা যায় না। মেধা যাচাইয়ের পরিবর্তে বিধাতার দেয়া অদৃষ্ট ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ভর্তি প্রশ্নের অসংখ্য সেটের কারণে কোন মেধাবী ছাত্রের হাতে সবচেয়ে কঠিন সেটটি পড়লে ভার্সিটিতে ভর্তির প্রত্যাশা তার কাছে ক্ষীণ হয়ে যায়। বিপরীতে একজন সাধারণ ছাত্রের হাতে সহজ সেটটি পড়লে খুব সহজেই ভর্তি সমস্যাটি সে ডিঙিয়ে যায়। ভর্তি পরীক্ষা পরবর্তীকালে এমনও ঘটেছে যে, অনেক প্রফেসরসহ অন্যদের কঠিন প্রশ্ন সেটটি সমাধানের জন্য দেয়া হলে তারা মৃদু হেসে অক্ষমতাই প্রকাশ করেন। অর্থাৎ প্রশ্নের খাতিরে প্রশ্ন করা হয়।

স্বল্পসংখ্যক আসনে ভর্তি প্রত্যাশা বেড়েই চলেছে।

নিম্নের এক পরিসংখ্যানে দেখা যাবে কয়েক শ' আসনে কত হাজার পরীক্ষার্থী কঠিন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে ৫২০টি আসনে দরখাস্ত পড়ে ২৪,৩০৪টি। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে ৬৯৮ আসনের জন্য দরখাস্ত পড়ে ১৮,০৯৬। ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ৯০৯ আসনের জন্য দরখাস্ত পড়ে ২৭,৭৪৩। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ৬৭৬ আসনের জন্য দরখাস্ত পড়ে ২৮,২৮৮ এবং ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ৬০০ আসনের জন্য দরখাস্ত পড়ে ২৬,৮২৫।

উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায়, ১টি আসনের জন্য প্রায় ২৮ জন প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিয়ম কর্তৃপক্ষ তুলে দিয়েছেন। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিও রোধ হয়নি। খেলোয়াড় কোটায় অদক্ষ খেলোয়াড় ভর্তি চলছে। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষসহ বিগত কয়েক বছর যাবত খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সত্যিকারের খেলাধুলায় পারদর্শীরা নয়, প্রভাবশালী মহলের চাপের মুখে ভর্তি করানো হচ্ছে অখেলোয়াড়দের। শারীরিক বিভাগে কর্মরত কর্তৃপক্ষ মুখে নীতির প্রলাপ ছাড়লেও কাজে বিন্দুমাত্র তার প্রতিফলন নেই। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষা বছরে টেবিল টেনিস এবং মেয়েদের হ্যান্ডবল কোটায় এই স্বজনপ্রীতি ঘটেছে। জানা গেছে, খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির আবেদনের তারিখ শেষ হয়ে যাবার দু'-এক মাস পরও খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি চলে।

এছাড়া কিছু খেলোয়াড় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলেও কর্তৃপক্ষ তাদেরকে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় বলে আগেই নির্বাচিত করে রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলোয়াড় কোটায় নির্ধারিত মোট নয়টি ইভেন্টে ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করলেও কর্তৃপক্ষের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে তাদের ইচ্ছামতো ভাল খেলোয়াড়দের বাদ দেন। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষা বছরে একজন সাঁতারু (জেলা, রানার্স আপ) নির্ধারিত ইভেন্টে পরীক্ষা দিয়ে ভাল স্কোরসহ প্রথম হয়। পরে কর্তৃপক্ষ মৌখিক সাক্ষাতের পর তাকে জানান, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁতার ইভেন্ট না থাকায় তাকে নেয়া হবে না।

অথচ এর দু'বছর আগেও সাঁতার ইভেন্টে সাঁতারু ভর্তি করা হয়েছিল। প্রশ্ন থেকে যায়, তখন কি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁতার ইভেন্ট ছিল?

এছাড়া ভর্তি করা ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস শুরু হবার ১০ দিনের মধ্যে উপস্থিত না থাকলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবার কথা। বাতিলকৃত ছাত্রছাত্রীদের শূন্য স্থানে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বছর শেষে প্রায় প্রতিটি শিক্ষাবর্ষেই অনেক আসন শূন্য থেকে যায়। এক হিসাব মতে, ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে ৫৩, ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে ৩৫, ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে ৭১, ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ৭৮ এবং ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৭৫ আসন খালি হয়েছিল। আসন খালি হবার প্রধান কারণ হিসাবে সেশন জটকে দায়ী করা হয়। এ ধরনের অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া আজ প্রয়োজন।



*জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন*